গণপ্রজাতন্ত্রীবাংলাদেশসরকার
উপজেলা সমবায় কার্যালয়
মিঠামইন, কিশোরগঞ্জ।

স্মারক নং-৪৭.৬১.৪৮৫৯.০০০.০৫.০৪৪.২০-২৩১ তারিখঃ ২৫/০২/২০২০খ্রিঃ।

বিষয়ঃ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে "উদ্ভাবনী উদ্যোগ" এর ধারণা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে যে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশত বার্ষিকী ১৭ মার্চ ২০২০ হতে ১৬মার্চ ২০২১ পর্যন্ত উদযাপিত হতে যাচ্ছে। এ উপলক্ষে বছর ব্যাপী বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনা, দর্শণ ইত্যাদি সম্বলিত "বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন " শিরোনামে ৯.৫ ফুটলম্বা ও ৬ ফুট প্রস্থ ব্যানার তৈরি করে তা উপজেলা সমবায় দপ্তর,উপজেলা পরিষদ ও উপজেলাধীন ইউনিয়ন পরিষদ সমূহে টানিয়ে প্রচার ও প্রকাশের মাধ্যমে সমবায় আন্দোলনকে বেগবান করার লক্ষ্যে একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গৃহীত উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা হলো। উল্লেখ্য উদ্ভাবনী উদ্যোগ(ইনোভেশন)এর ২ (দুই)টি সফট কপি এতদ সাথে প্রেরণ করা হলো।

**সংযুক্তঃ-বর্ণনা মোতাবেক**

ছক

| ক্রঃ নং | উদ্ভাবনীউদ্যোগে রনাম | দপ্তর/সংস্থা | দপ্তর | মোবাইলনং ও ই-মেইলঠিকানা | উদ্ভোবনী উদ্যোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| | বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শণ | সমবায় অধিদপ্তর | উপজেলা সমবায় কার্যালয় মিঠামইন, কিশোরগঞ্জ। | ০১৭১২-৬৪২৯৮৮ mdabuaslam70@gmail.com | স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর আজীবনের লালিত স্বপ্ন সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে সমবায় সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনা, দর্শণ ইত্যাদি বিভিন্ন পত্রিকা,পুস্তক, পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ থাকলেও গণমানুষের অধিকাংশ এ বিষয়ে অজ্ঞাত বিধায় বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনা, দর্শণ ইত্যাদির কিছু কিছু প্রচার ও প্রকাশের মাধ্যমে সমবায় আন্দোলনকে বেগবান করে এ দেশের টেকসই উন্নয়ন অনেকটা ত্বরান্বিত হবে। |

(মোঃআবুআছলাম)
উপজেলা সমবায় অফিসার
মিঠামইন, কিশোরগঞ্জ।

জেলা সমবায় অফিসার
কিশোরগঞ্জ।

স্মারক নং-৪৭.৬১.৪৮৫৯.০০০.০৫.০৪৪.২০- তারিখঃ ২৬/০২/২০২০খ্রিঃ।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো

১। যুগ্ম-নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।

(মোঃআবুআছলাম)
উপজেলা সমবায় অফিসার
মিঠামইন, কিশোরগঞ্জ।

# হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান এঁর জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে

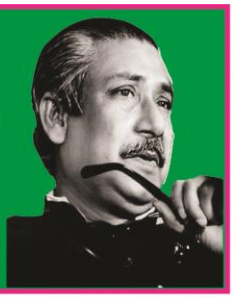

## বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শণ

১৯৭২ সালের ৩০ জুন তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত 'সমবায় সম্মেলন'এ বঙ্গবন্ধু তাঁর সমবায় ভাবনার সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরেন,

"সমবায়ের মাধ্যমে গরিব কৃষকরা যৌথভাবে উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানা লাভ করবে। অন্যদিকে অধিকতর উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্পদের সুষম বন্টন ব্যবস্থায় প্রতিটি ক্ষুদ্র চাষি গণতান্ত্রিক অংশ ও অধিকার পাবে। জোতদার ধনী চাষির শোষণ থেকে তারা মুক্তি লাভ করবে সমবায়ের সংহত শক্তির দ্বারা। একই ভাবে কৃষক, শ্রমিক, তাঁতি, জেলে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা যদি একজোট হয়ে পুঁজি এবং অন্যান্য উৎপাদনের মাধ্যমে একত্র করতে পারেন তবে আর মধ্যবর্তী ধনিক ব্যবসায়ী, শিল্পপতির গোষ্ঠী তাদের শ্রমের ফসলকে লুট করে খেতে পারবে না। সমবায়ের মাধ্যমে গ্রাম বাংলায় গড়ে উঠবে ক্ষুদ্র শিল্প-যার মালিক হবে সাধারণ কৃষক, শ্রমিক এবং ভূমিহীন নির্যাতিত দুঃখী মানুষ। সমাজতন্ত্র স্থাপনের জন্য আমরা ইতোমধ্যেই সমস্ত বড় শিল্প, ব্যাংক, পাটকল, চিনিকল, সুতাকল ইত্যাদি জাতীয়করণ করেছি। জমির সর্বোচ্চ মালিকানার সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছি। আজ সমবায় পদ্ধতিতে গ্রামে গ্রামে, থানায়, বন্দরে গড়ে তুলতে হবে মেহনতি মানুষের যৌথ মালিকানা। কৃষকরা তাঁদের উৎপাদিত ফসলের বিনিময়ে পাবে ন্যায্যমূল্য, শ্রমিকরা পাবে শ্রমের ফল ভোগের ন্যায্য অধিকার। কিন্তু এই লক্ষ্যে যদি আমাদের পৌঁছাতে হয় তবে অতীতের ঘুণে ধরা সমবায় ব্যবস্থাকে আমূল পরিবর্তন করে এক সত্যিকারের গণমুখী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। অতীতের সমবায় ছিল শোষক গোষ্ঠীর ক্রীড়নক। তাই সেখানে ছিল কোটারি স্বার্থের ব্যাপক ভূমিকা।

আমাদের এই স্বাধীন বাংলাদেশে ঐ ধরনের ভুয়া সমবায় কোনো মতেই সহ্য করা হবে না। আমাদের সমবায় আন্দোলন হবে সাধারণ মানুষের যৌথ আন্দোলন। কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি জনতার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। আপনারা জানেন সমবায় সংস্থাগুলোকে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্যে আমি ঘোষণা করেছি যে সংস্থার পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ওপর, কোনো আমলা বা মনোনীত ব্যক্তির ওপরে নয়।

আমার সমবায়ী ভাইয়েরা এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপকে অভিনন্দিত করেছেন। এই গণতন্ত্রীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে আমি তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই তাদের দায়িত্ব। তাদের দেখতে হবে যে সমবায় সংস্থাগুলো যেন সত্যিকারের জনগণের প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে ওঠে। জেলে সমিতি, তাঁতি সমিতি, গ্রামীণ কৃষক সমিতি যেন সত্যিকারের জেলে, তাঁতি, কৃষকের সংস্থা হয়, মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী বা ধনী কৃষক যেন আবার এই সমিতিগুলোকে দখল করে অতীত দুর্নীতির পুনরাবৃত্তি না করে। যদি আবার সেই কোটারি স্বার্থ সমবায়ের পবিত্রতা নষ্ট করে, তবে নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন যে আমরা সমস্ত পুরাতন ব্যবস্থা বাতিল করে দেব। আমার প্রিয় কৃষক মজুর জেলে তাঁতি ভাইদের সাহায্যে এমন একটি নতুন ও সুষম ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে-যা শোষণ ও প্রতিক্রিয়াশীল কোটারি স্বার্থকে চিরদিনের জন্য নস্যাৎ করে দেবে। বাংলাদেশ সমবায় সংস্থার বিভিন্ন স্তরে বহুবিধ অব্যবস্থা, অসযোগ্যতা ও দুর্নীতি দীর্ঘদিন ধরে জমে জমে দুর্নীতির পাহাড় তৈরি হয়েছে। সমবায় সংস্থার অবাধ বিকাশ ও সুষ্ঠু পরিচালনার স্বার্থে দুর্নীতির জগদ্দল পাথরকে সরাতেই হবে। জনগণের কষ্টার্জিত অর্থে পরিচালিত প্রশাসন ব্যবস্থাকে দুর্নীতির নাগপাশ থেকে মুক্ত করে জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত করতে আমরা বদ্ধপরিকর। বাংলাদেশ আমার স্বপ্ন, ধ্যান, ধারণা ও আরাধনার ধন। আর সে সোনার বাংলা ঘুমিয়ে আছে চির অবহেলিত গ্রামের আনাচে-কানাচে, চির উপেক্ষিত পল্লীর কন্দরে কন্দরে, বিস্তীর্ণ জলাভূমির আশেপাশে আর সুবিশাল অরণ্যের গভীরে। ভাইয়েরা আমার আসুন সমবায়ের জাদুস্পর্শে সুপ্ত গ্রাম বাংলাকে জাগিয়ে তুলি। নব সৃষ্টির উন্মাদনায় আর জীবনের জয়গানে তাকে মুখরিত করি। আমাদের সংঘবদ্ধ জনশক্তির সমবেত প্রচেষ্টায় গড়ে তুলতে হবে 'সোনার বাংলা'। এ দায়িত্ব সমগ্র জাতির, প্রত্যেক সাধারণ মানুষের এবং তাঁদের প্রতিনিধিদের। তবেই আমার স্বপ্ন সার্থক হবে, সার্থক হবে শহীদদের আত্মত্যাগ, সার্থক হবে মাতার অশ্রু। রাজনৈতিক স্বাধীনতা তার সত্যিকারের অর্থ খুঁজে পাবে অর্থনৈতিক মুক্তির স্বাদে, আপামর জনসাধারণের ভাগ্যোন্নয়নে। তবেই গণতান্ত্রিক পদ্ধাতির মাধ্যমে রূপায়িত হবে সমাজতান্ত্রিক নীতির এবং সেই অভীষ্ট লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাবো সমবায়ের মাধ্যমে। জয় বাঙলাদেশের সমবায় আন্দোলন। জয় বাংলা।" (তথ্য সূত্রঃ সমবায় বিশেষ সংখ্যা, নভেম্বর ২০১৯)

প্রচারেঃ উপজেলা সমবায় দপ্তর, মিঠামইন, কিশোরগঞ্জ।

# হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান এঁর জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে

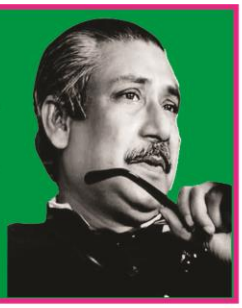

## বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শণ

### বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব

১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসের চতুর্থ বর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধু দ্বিতীয় বিপ্লবের ঘোষণা দেন। কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, জনতার প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বলেন, "সমাজব্যবস্থায় যেন ঘুণ ধরে গেছে। এই সমাজের প্রতি চরম আঘাত করতে চাই- যে আঘাত করেছিলাম পাকিস্তানীদের। সে আঘাত করতে চাই এই ঘুণেধরা সমাজব্যবস্থাকে। আমি আপনাদের সমর্থন চাই। আমি জানি আপনাদের সমর্থন আছে কিন্তু একটা কথা, এই যে নতুন সিস্টেমে যেতে চাচ্ছি আমি, গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ করা হবে। ভুল করবেন না। আমি আপনাদের জমি নেব না। ভয় পাবেন না যে, জমি নিয়ে যাব। তা নয়। পাঁচ বছরের প্লান এই বাংলাদেশের ৬৫ হাজার গ্রামে কো-অপারেটিভ হবে। প্রত্যেকটি গ্রামে গ্রামে এই কো-অপারেটিভে জমির মালিকের জমি থাকবে। কিন্তু তার অংশ- যে বেকার, প্রত্যেকটি মানুষ, যে মানুষ কাজ করতে পারে, তাকে কো-অপারেটিভ- এর সদস্য হতে হবে। এগুলো বহুমূখী কো-অপারেটিভ হবে। পয়সা যাবে তাদের কাছে, ওয়ার্কস প্রোগ্রাম যাবে তাদের কাছে। আস্তে আস্তে ইউনিয়ন কাউন্সিল টাউটদেরকে বিদায় দেওয়া হবে, তা না হলে দেশকে বাঁচানো যাবে না। এই জন্যই ভিলেজ কো-অপারেটিভ হবে। আমি ঘোষণা করছি আজকে যে, পাঁচ বছরের প্লানে প্রত্যেকটি গ্রামে পাঁচশত থেকে হাজার ফ্যামিলি পর্যন্ত নিয়ে কম্পলসারি কো-অপারেটিভ হবে।"

(তথ্য সূত্রঃ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণ, চতুর্থ খন্ড, ড. এ এইচ খান, পৃষ্ঠা-১৮৭)

"আমার যুবক ভাইরা, আমি যে- কো-অপারেটিভ করতে যাচ্ছি গ্রামে গ্রামে এর ওপর বাংলার মানুষের বাঁচা-মরা নির্ভর করবে। আপনাদের ফুলপ্যান্টটা একটু হাফপ্যান্ট করতে হবে। পায়জামা ছেড়ে একটু লুঙ্গিপরতে হবে। আর গ্রামে গ্রামে গিয়ে এই কো-অপারেটিভকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলার জন্য কাজ করে যেতে হবে। যুবক চাই, ছাত্র চাই সকলকে চাই।" (তথ্য সূত্রঃ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণ, চতুর্থ খন্ড)

প্রচারেঃ উপজেলা সমবায় দপ্তর, মিঠামইন, কিশোরগঞ্জ।


## বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শণ


### বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন ও ঐতিহাসিক পথ পরিক্রমা

বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন সমবায় সাধারণ খেটে খাওয়া সংগ্রামী মানুষের আত্মবিশ্বাসের জায়গা। শ্রমজীবী উৎপাদনশীল মানুষদের মনে "আমি পারি-আমরাও পারি" সমবায় এই সত্যকে জাগিয়ে তোলে। অর্থনীতির ভাষায় আমারা জানি মূলধন মূলত পাঁচ প্রকার। 1. Econmic Capital; 2. Human Capital; 3. Social Capital; 4. Natural Capital: 5. Physical Capital. সমবায় আন্দোলন এই পাঁচ প্রকার মূলধনকেই সফলভাবে সুন্দর ও সুষম ব্যবহার করতে পারে। এজন্যই বঙ্গবন্ধু মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন সমবায় সমিতি একটি সাধারণ প্রতিষ্ঠান নয়। সমবায় সমিতি এমন একটি জনকল্যাণ ও উন্নয়নমূলক আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান যার মধ্যে থাকে-১. গণতন্ত্র; ২. অর্থনীতি; ৩. সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্টা; ৪. উৎপাদনের কর্মযজ্ঞ; ৫. সদস্যদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির প্রয়াস; সর্বোপরি ৬. সদস্যদের সামাজিক উন্নয়ন সাধন। বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আমার জীবনের একমাত্র কামনা বাংলার মানুষ যেন পেট ভরে খেতে পায়, পরনে কাপড় পায়, উন্নত জীবনের অধিকারী হয়।" আর এ প্রেক্ষিতেই দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর লক্ষ্য নিয়ে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের পবিত্র সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতি মানুষকে, কৃষক ও শ্রমিককে এবং জনগণের অনগ্রসর অংশ সমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা'। আবার সংবিধানের ১৯(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধা দান নিশ্চত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।" এরই ধারাবাহিকতায় সমবায়ের আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব বিবেচনা করে বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের (খ) অনুচ্ছেদে দেশের উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বন্টনপ্রণালী সমূহের মালিকানার ক্ষেত্রে সমবায়ী মালিকানাকে রাষ্ট্রের দ্বিতীয় মালিকানা খাত হিসেবে ঐতিহাসিক স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। পবিত্র সংবিধানের ১৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- [১৩। উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বন্টনপ্রণালীসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ এবং এই উদ্দেশ্যে মালিকানা ব্যবস্থা নিম্নরূপ হইবে; (ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা, অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র লইয়া সুষ্ঠু ও গতিশীল রাষ্ট্রায়ত্ত সরকারী খাত সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা; (খ) সমবায়ী মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমবায় সমূহের সদস্যদের পক্ষে সমবায় সমূহের মালিকানা; এবং (গ) ব্যক্তিগত মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তির মালিকানা।]


প্রচারেঃ উপজেলা সমবায় দপ্তর, মিঠামইন, কিশোরগঞ্জ।